যুগান্তর

তারিখ ..... 9 DEC 2012
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ....

বই উৎসব অর্থবহ হোক

> প্রতিবছরই এ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় তাদের উচিত ছিল আগেভাগেই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া।

এখনও ৯ কোটির বেশি বিনামূল্যের পাঠ্যবই
ছাপানো বাকি থাকায় আগামী ১ জানুয়ারি
সারাদেশে 'বই উৎসব' উদযাপন নিয়ে দেখা
দিয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে আশার কথা, পুস্তক
প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় এ
অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। জানা
গেছে, প্রকাশকরা দু'সপ্তাহ নিজেদের বই
প্রকাশের সব ধরনের কাজ স্থগিত রেখে
পাঠ্যবই ছাপার কাজে মনোনিবেশ করবেন। এজন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার
যোগ্য। বস্তুত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপার কাজের গুরুত্ব
বিবেচনায় এটি একটি জাতীয় কর্তব্যও বটে। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে
শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার, এটি
তখনই পরিপূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে, যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে
দেয়া সম্ভব হবে। সরকার এবার ২৭ কোটিরও বেশি বিনামূল্যের বই বিতরণের
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১০ কোটি ৪৬ লাখ ৯৩ হাজার
৭৩টি, মাধ্যমিক স্তরের সাড়ে ১১ কোটি এবং ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের প্রায়
৪ কোটি বই। বাকি বইগুলো কারিগরি, মাদ্রাসার ভোকেশনাল এবং গ্রামার-
ব্যাকরণের।

১ জানুয়ারি বিতরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই উপজেলা পর্যায়ে
বিনামূল্যের পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ৯ কোটি বই ছাপানো বাকি
থাকায় তা সম্ভব হয়নি। জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)
মুদ্রণকারীদের সময়মতো বইয়ের পজিটিভ ও কাগজ না দেয়া এবং দরপত্র ও
কার্যাদেশ দিতে বিলম্ব করার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এনসিটিবি
এজন্য বই লিখতে বিলম্ব হওয়াকে দায়ী করেছে। প্রতিবছরই এ অবস্থার সৃষ্টি
হওয়ায় তাদের উচিত ছিল আগেভাগেই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। অতীতে
যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে না পারায় সরকারকে সমালোচনার
সম্মুখীন হতে হয়েছে। বই মুদ্রণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশীয় কিছু প্রকাশক ও
মুদ্রাকরের কারসাজির কথাও সুবিদিত। এমনকি বোর্ডের গুদামে আগুন
লাগানোর উদাহরণও আছে। সব ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে
এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজটি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে বলেই
প্রত্যাশা। তবে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়ার মাধ্যমেই সরকারের দায়িত্ব
শেষ হয়ে যায় না। বরং এতে দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষসহ
শিক্ষকদের। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোয়
নিয়মিত ক্লাস ও পাঠদান হয় না বললেই চলে। এটাও সত্য, অনেক স্থানে
শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। এর পাশাপাশি
রয়েছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নির্বাচনের সময়ও স্কুলগুলোর পাঠদান কার্যক্রম
ব্যাহত হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে শিক্ষার মানের ওপর এসবের নেতিবাচক প্রভাব
পড়ে। প্রতিবছর ঝরেপড়া ও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের হারও উল্লেখ করার মতো।
সেক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করে তোলা সংশ্লিষ্ট
শিক্ষার্থীর অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিনিধি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের
দায়িত্ব। বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ও অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে
হবে সবাইকে। আমরা চাই, শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের প্রভা ও শিক্ষার আলোতে পরিপূর্ণ
বিকশিত হয়ে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে আগামীতে।